উড়ালগদ্য

কাজী জহিরুল ইসলাম

সেই কথাটি বলা হলো না

হিলারী ক্লিনটনের বয়স এখন ৫৯ বছর, তিনি জন্মগ্রহন করেছেন ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর। আগামী ২০০৮ সালে তিনি যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন তখন তার বয়স হবে ৬১ বছর। আমেরিকার মতো দেশের সরকার প্রধান হওয়ার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযুক্ত বয়স বলে আমি মনে করি। ১৯৯৬ সালে বিল ক্লিনটন বব ডোলের সাথে নির্বাচন করে দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সেই নির্বাচনে হিলারীর ক্যারিশমাটিক প্রচারাভিজান দেখে আমি মন্তব্য করেছিলাম, এই ভদ্রমহিলাও একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন। ২০০০ সালে তিনি যখন সিনেটর নির্বাচিত হন তখন আমি বেশ দৃঢ়তার সাথেই আমার বন্ধুদের বলেছিলাম, হিলারী ক্লিনটনই আমেরিকার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট। আমার এ প্রেডিকশন শুনে দেশী-বিদেশী অনেক বিজ্ঞ বন্ধু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, মার্কিনীরা অতো বোকা না, একজন মহিলাকে মনোনয়ন দেবে। হিলারী ডেমোক্রেটদের টিকেটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে যাচ্ছেন, এটা এখন নিশ্চিত। তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে রিপাবলিকানরাও মনোনয়ন দিচ্ছেন আরেক মহিলাকে, কন্ডোলিৎসা রাইস, বুশের পররাস্ট্রমন্ত্রী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে একসঙ্গে দুইজন মহিলার মনোনয়ন। সুতরাং মার্কিনীরা শুধু বোকা না, ডাবল বোকা। ডাবল বোকাদের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়াতে এনার্জি সংগ্রহের জন্য পেশীর এনার্জি দেখিয়ে যতোই অরাজগতা তৈরী করুক না কেনো নিজের দেশটাকে স্বর্গরাজ্য বানানোর জন্য সবসময়ই বদ্ধপরিকর। এই ক্ষেত্রে ওদের কোনো জাত-ধর্ম নেই, ডেমোক্রেট-রিপাবলিকান নেই। সব রশুনের একটাই গোড়া। বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিনীদের বর্তমান আগ্রাসী ভূমিকা সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করে ফেলেছে। এ অবস্থা নিয়ে সঙ্কিত মার্কিনীদের খাতিরের দেশগুলোও। হিলারী ক্লিনটনের প্রাজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার ক্ষমতা ও আগ্রহ এবং তার জনহিতকর কার্যক্রমের খতিয়ান, এইসব বিবেচনা করে আমার মনে হয়, এই ভদ্রমহিলা প্রেসিডেন্ট হলে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্ববাসীর জন্য একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

হিলারী ক্লিনটনের গুনকীর্তন করা এই লেখার উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্যটা হলো আমার প্রেডিকশন এবং একটা আক্ষেপের কথা জানানো। ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে বৌ-বাচ্চা নিয়ে দুই সপ্তাহর ছুটিতে লন্ডন বেড়াতে গেছি। হেলে পড়া দুপুরের মিষ্টি রোদে বসে আছি সেইন্ট জেমস পার্কের সবুজ ঘাসের ওপর। আমার ছেলে অগ্নি বুনো কাঠবেড়ালিদের পেছনে ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝেই গাছ-লতার আঁড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সাথে আমার ছোট বোন কাজী সালমাও আছে। কলেজ ছাত্রী সালমাও এমন একটি অভরারণ্যে দ্বিধাহীন হেঁটে বেড়ানো কাঠবেড়ালির ঝাঁক, লেকের পানিতে ভেসে বেড়ানো অসংখ্য বুনো হাস আর বিচিত্র প্রজাতির পাখি দেখে যারপরনাই বিস্মিত। অগ্নিকে চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। ও যখনই গাছ-পালার আঁড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছি আমি ছুটছি ওকে খুঁজে বের করতে। ওকে যতোই বলি, দূরে যেওনা, আমাদের কাছে কাছে থাকো। ও কিছুতেই সে কথা কানে তুলছে না। একদল বুনো কাঠবেড়ালির ভিড়ে সাড়ে চার বছরের অগ্নিও আরো একটি কাঠবেড়ালি

হয়ে গেলো। লন্ডনের পার্কগুলি শিশুদেরও অভয়ারণ্য একথা বলার অবকাশ রাখে না। আমরাও আর বেশি গা করছি না, এইরকম নিরাপদ খোলা জায়গা, করুক না একটু ছোটাছুটি।

এক পর্যায়ে খেয়াল করলাম, ওর মা এখন আমাদের তিনজনের কাছ থেকে অনেক দূরে। লেকের অন্য পাড়ে। এমন সময় একজন মধ্যবয়স্ক শ্বেতাঙ্গিনী আমাদের দেখে এগিয়ে এলো। কাছে এসে পরিস্কার বাংলায় বললো, কেমন আছো? আমরা বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলাম। বোবা হয়ে বাংলা ভাষা ভুলে গেলাম। আমরা যে কোনো একদিন বাঙালী ছিলাম, এ কথাই ভুলে গেলাম। ভুলে গিয়ে ওকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলাম, তোমার নাম কি, বাড়ি কোথায়? কাঠবেড়ালির বান্দরামী কেমন লাগতেছে? আমাদের মুখে বাংলা শুনতে না পেয়ে মহিলা খুবই হতাশ হলেন। বড় বড় চোখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বাঙালী না? আমরা কোনো উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। মহিলাকে একটা ধান্ধার মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে আসাটা অভদ্রতা হয়েছে হয়ত। হোক। জীবনেতো কতো অভদ্রতাই করেছি। এই মহিলার আত্মবিশ্বাস খুব বেশি। এতো আত্মবিশ্বাস আমাদের ভালো লাগে নি।

মুক্তি (আমার স্ত্রী) দুই হাত নেড়ে দূর থেকে আমদের ডাকছে। ডাকের মধ্যে একটা তাড়াহুড়া আছে। এক্ষুণি না গেলে হয়ত দারুণ একটা কিছু মিস করবো, এইরকম তাড়াহুড়া। হয়ত পার্কের মধ্যে হাতি ঢুকেছে। হাতির পিঠে বসে থাকা মাহুত একজন বাঙালী। সেই বাঙালী মাহুত আমার স্ত্রীকে দেখে বলছে, আসসালামুওয়ালাইকুম বুজি বালা আছুইন নি? আমরা তিনজনই দৌড় শুরু করলাম। শাদা চামড়ার সাথে বাংলায় কথা না বললেও, সিলেটি মাহুতের সাথে গপ-শপ করবো। সিলেটি মানুষের সাথে গপ-শপ করে নিশ্চয়ই আরাম পাবো।

কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম, হাতিটা কই? মুক্তি আঙুল তুলে দেখালো, ওই যে হাতি। তাকিয়ে দেখি, ওমা বিরাট হাতি। হাতির নাম বিল ক্লিনটন। সাথে একজন হলিউড স্টার আর দুইজন জবরদস্ত নিরাপত্তা কর্মী। সালমা চিৎকার করে উঠলো, মাই গড বিল ক্লিনটন। ওর চিৎকার ছড়িয়ে পড়লো আশে-পাশের আরো কয়েকজনের কানে, সেখান থেকে আরো কিছু কানে। এভাবে সারা পার্কে ছড়িয়ে গেলো সংবাদ, প্রেসিডেন্ট (সাবেক) বিল ক্লিনটন লন্ডনের সেইন্ট জেমস পার্কে বসে চীনাবাদাম খাচ্ছেন। আসলে তিনি বাদাম খাচ্ছিলেন না, ওয়েস্ট মিনিস্টার পার্লামেন্ট হাউস থেকে সেইন্ট জেমস পার্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন বাকিংহাম প্যালেসের দিকে। আমি মুক্তিকে বললাম, ক্যামেরাটা দাও। ক্যামেরা নিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। আমার পেছনে ছয়-সাতজন তরুণীর সাথে সালমাও দৌড়াচ্ছে। ছুটতে ছুটতে ধরে ফেললাম হাতিটাকে। নিরাপত্তা কর্মী আমাকে ছবি তুলতে নিষেধ করলেও আমার মিনতি ভরা মুখ দেখে ক্লিনটন সাহেব অনুমতি দিলেন। খটাশ খটাশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম। মানুষের ভীড় ক্রমশই বাড়ছে। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেলে দেখতাম হুড়ন পাগলার পিছনে এরকম এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে সারাদিন নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে ঘুরতো আর তামশা দেখতো।

আমার তামশা দেখা শেষ। ফিরে এসেছি মুক্তির কাছে। আর ঠিক তখনি মনে পড়লো, ওই কথাটাতো বলা হলো না। ওই যে, হিলারী ক্লিনটনই হবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট।

আবিদজান
২৪/০২/০৬